

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক*

প্রতিপাদ্যসার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে আওলিয়া-এ-কেরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমার প্রভৃতি দেশে মানুষের দোরগোড়ায় ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য অলী, দরবেশ, আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস পূণ্যাত্মাআবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের বাবুল ইসলাম তথা ইসলামের প্রবেশদ্বার খ্যাত বৃহত্তর চট্টগ্রামে যারা দ্বীনের আলো প্রজ্জ্বলিত করে চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, হিফজখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি মাদরাসায় শিক্ষাদানের সাথে সাথে খানেকার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষাও প্রদান করেন। ফলে তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় শিক্ষার সমন্বয়ে সৎ ও যোগ্য মানুষ গঠনের সুব্যবস্থা করেছেন। তাঁর গৃহীত কার্যক্রম দ্বারা দেশ ও জাতি যথেষ্টভাবে উপকৃত হয়েছে।

ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মানবতার মুক্তির সনদ হিসেবে বিশ্ববাসির উদ্দেশ্যে আরাফাত প্রান্তরে এক ঐতিহাসিক ভাষণপ্রদান করেছিলেন। যা বিদায় হজ্জের ভাষণ হিসেবে সমধিক পরিচিত। (Haykal, Muhammad Husayn, *The Life of Muhammad*, New Delhi-110002: Farid Exports, 1st Edition-2012, P. 486-87)। এতে মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তাসহ জাতি ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকারের বিষয় উচ্চারিত হয়েছে। সাথে সাথে এ সুমহান দ্বীনের অমীয় বাণী অনাগত মানব সমাজের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে (*Ibid*, P. 488)। দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দাবি পূরণে সাহাবীগণ ছড়িয়ে পড়েন পৃথিবীর দিক দিগন্তে (হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*,

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা: আদিল ১৯৪৮, পৃ. ১০১)। যুগ পরিক্রমায় আল্লাহর সন্তোষকামী মুখলিস বান্দাগণ ইসলামের মর্মবাণী যথার্থভাবে পৌঁছে দেন মানুষের হৃদয় কন্দরে। পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ তথা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন ও আরকানে ইসলাম প্রচারের জন্য সমুদ্র পথই ছিল একমাত্র অবলম্বন। ভৌগোলিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চল আরবীয় বণিক ও মুবাশ্শিগদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে (চৌধুরী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন, *আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম*, ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৫, পৃ. ৪১)। তাই এখানকার অধিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা তাদের অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়। এ উদ্দেশ্য সফল করার মানসে বহু আরবীয় বণিক ও ইসলাম প্রচারক এখানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসতি স্থাপন করে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন (করিম, আব্দুল, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০, পৃ. ০১)। তাঁদের সংস্পর্শে এসে মনোমুগ্ধকর আচার-আচরণে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের প্রতি বুকে পড়েন এখানকার অধিবাসীরা। ফলে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ইসলামের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ আরবীয় দা'য়ীদের বিশেষভাবে হাতছানি দেয় ইসলাম প্রচারের উর্বর ভূমি হিসেবে। এ কারণে অসংখ্য ইসলাম প্রচারকের আগমন ঘটে এ দেশে (চৌধুরী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২)। তারই ধারাবাহিকতায় মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী হামিদীর (রহ.) পূর্ব পুরুষগণ সুদূর আরব হতে চট্টগ্রামে আগমন করেন। পূর্ব পুরুষদের ধারাবাহিকতায় তিনিও ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। মানুষের মাঝে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে দ্বীন শিক্ষার সু-ব্যবস্থা করেন। সাথে সাথে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। সেই সাথে ইসলাম বিনষ্টকারী শিরক, বিদ'আত, কুফর ও নাস্তিকতা এবং শরী'আত বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। এভাবে তিনি বিশ্বনবির (সা.) সুযোগ্য উত্তরসূরীরূপে নিজেকে গড়ে তোলেন। আমরা নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও চিন্তাধারা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী হামিদী (রহ.) ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ ১৩১৯ হিজরী সনে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার গারাংগিয়াস্থ নিজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে তাঁর পূর্বপুরুষগণ চট্টগ্রামের 'দেয়াং পাহাড়' এলাকায় সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *কুতবুল আলম সুলতানুল আওলিয়া হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.)*, চট্টগ্রাম: জাহানারা কালার প্রিন্টার্স ২০০৩, পৃ. ১৬)। তাঁর দাদা সূফী আমীন উদ্দীন সিদ্দিকী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ উঁচু মাপের বুজুর্গ। তাঁরই সুযোগ্য সন্তান ছিলেন শাহ সূফী আলাউদ্দীন সিদ্দিকী মিয়াজি। যিনি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী হামিদী (রহ.)-এর সুযোগ্য পিতা। যার বংশ পরম্পরা ইসলামের প্রথম খলীফা ও রাসুলের (সা.) একান্ত সহচর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর মাতা মুহাম্মৎ রাহাত জান বিনতে আলী মিয়াজির বংশ পরম্পরা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সংযুক্ত (কুদ্দুস, মুহাম্মদ আব্দুল, *আসারারে আওলিয়া*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস ১৩৯৭ হিজরী, পৃ. ১৯৯)। তাঁর পিতামহের মৃত্যুর পর পিতা সূফী আলাউদ্দীন সিদ্দিকী মিয়াজি (রহ.) বর্তমান গারাংগিয়া মাদরাসার অদূরে ডুলু

নদীর পশ্চিম তীরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন (রহমান, ড. মুহাম্মদ বদিউর, *মুজাদ্দের জামান ইমামুত তরীকত হযরত শাহ মাওলানা আব্দুর রশিদ ছিদ্দিকী হামেদী (রহ.) জীবনী ও চিন্তাধারা*, চট্টগ্রাম: মনোরমা আর্ট প্রেস ২০০১, পৃ. ১৮)।

শিক্ষা জীবন

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) দ্বীনি পরিবারে জন্ম লাভের ফলে নিজ পিতার নিকট কুরআন মজীদ শিক্ষা লাভ করেন। তদানীন্তনযুগে সেখানে কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান না থাকায় স্থানীয় বিজ্ঞ আলিমদের কাছ থেকে তিনি দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। এরপর বারদোনা গ্রামের একটি মাদরাসায় কিছুদিন অধ্যয়ন শেষে শ্রদ্ধেয় অগ্রজ বড় ভাই হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.)-এর সাথে চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম মাদরাসায় এসে ভর্তি হন এবং এখানে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, নাহ্-সরফ ও ইলমে মানতিকে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। এখানে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সম্পন্ন করে অবশেষে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ মতিউর রহমান, মাওলানা আলহাজ্জ খান বাহাদুর মুহাম্মদ হাসান, মাওলানা নাজীর আহমদ, মাওলানা খলীলুর রহমান, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, মাওলানা ফয়জুল করীম, মাওলানা এফাজুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল হামীদ (ফখরে বাংলা) ও মাওলানা মুহাম্মদ (রহ.) (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৪)।

কর্ম জীবন

প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ হওয়ায় দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের অভিপ্রায়ে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাই হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.) এলাকাবাসীকে দ্বীনি শিক্ষায় আলোকিত করার মানসে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গারাংগিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন (*প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৮)। মহৎ এ কাজে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর স্নেহের ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদীকে (রহ.) শিক্ষক হিসেবে যোগদানের নির্দেশ দিলে তিনি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষকতায় যোগদান করেন এবং মৃত্যু অবধি এ প্রতিষ্ঠানে খিদমত করে যান (*প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৪)। গারাংগিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা হিসেবে ফাযিল শ্রেণিতে সব বিষয়ে তিনি পাঠদানে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে দেশ-বিদেশে এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার ছাত্র এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন (*প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৫)। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আব্দুল মজীদ (রহ.) অবসরে গেলে তিনি সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োজিত হন। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়ের ইত্তিকালের পর তিনি মাদরাসার নাজেমে আ'লা বা মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (*প্রাণ্ডক্ত*)।

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন: মাওলানা মুফতি সুলতান আহমদ (মির্জাখীল), মাওলানা মাকছুদুর রহমান (মির্জাখীল), মাওলানা ছুফী আব্দুল জব্বার (পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ) মাওলানা মীর গোলাম মুস্তফা (সাতকানিয়া), মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (শায়খুল হাদীস, গারাংগিয়া আলিয়া), মাওলানা আব্দুর রশীদ (মুহাদ্দিস, চুনতী), মাওলানা আবুল হাশেম, মাওলানা আব্দুল গনী বুখারী (রাজঘাটা), মাওলানা আবুল খায়ের (সাতকানিয়া), মাওলানা সালেহ আহমদ, মাওলানা আহমদ কবীর (আমিরাবাদ), মাওলানা মুহাম্মদ আমীর, মাওলানা মুবারক আহমদ (বারদোনা), মাওলানা আবুল হাসনাত (পদুয়া), মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (গারাংগিয়া), মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দীকী (বাজালিয়া), মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ আজাদ (পদুয়া), মাওলানা আবুল মুস্তাফিজ (লোহাগাড়া), মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস আল কাদেরী, মাওলানা এনামুল হক (খাগরিয়া), মাওলানা কামালুদ্দীন মজীদী (সাতবাড়িয়া), মাওলানা আব্দুর রশীদ (ডুলাহাজারা), মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন (অধ্যক্ষ, সোবহানিয়া আলিয়া) ও মাওলানা আব্দুর রউফ চৌধুরী (রহ.) (অধ্যক্ষ, সাতকানিয়া কলেজ), (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৩)।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন

মাদরাসার জাহেরি শিক্ষা সমাপ্তির পর আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জনের জন্য মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামেদী (রহ.) ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে ভারতের প্রখ্যাত পীর হযরত হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ি (রহ.) চুনতি আগমন করলে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাছ থেকে তরীকতের ওয়ীফা গ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরই হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়'আত গ্রহণের পর কঠোর রিয়াজত, মুরাকাবা, মুশাহাদা, তাসবীহ ও যিকির নিয়মিত পালন করতে থাকেন। সাথে সাথে হযরত আযমগড়ি (রহ.)-এর কাছ থেকে তরীকতের সবক নিতে থাকেন (কুদ্দুস, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৮৩)। এক পর্যায়ে তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে যান। এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (রহ.) বলেন,

طریقت میں داخل ہونے کے بعد جس قدر ریاضت و مشاہدہ و مراقبہ میں ہمہ تن مصروف تھے اسکی مثال کمیاب ہیں۔ آپ بھی اس قسم کے سن رسیدہ ہونے کے باوجود بھی رات میں تھوڑی نیند جانے کے بعد ساری رات ریاضت میں گزارتے ہیں۔

“তরীকতে দাখিল হওয়ার পর থেকে তিনি কঠোর সাধনা, ধ্যান ও আত্মপর্যবেক্ষণে এমনভাবে নিমগ্ন থাকতেন, যার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি এত বার্ষিক্যে উপনীত হওয়ার পরেও অল্পক্ষণ নিদ্রা সেরে সারা রাত কঠোর সাধনায় কাটাতেন” (প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৮৬)।

খেলাফত লাভ

মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামেদী (রহ.) বায়'আত গ্রহণ করার পর কঠোর রিয়াজত করতে থাকেন। ফলে তিনি তরীকতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। তাঁর উন্নতির বিষয়ে তাঁর পীর হযরত আযমগড়ি (রহ.) বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত থাকায় তিনি চট্টগ্রামে আসার সাথে সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে চিঠি দিয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, মাকতুবাতে হামেদী-মজীদী, চট্টগ্রাম, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৭২)। তিনি সাক্ষাৎ করলে তাঁকে ১৬ রজব, ১৩৭২ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মুজাদ্দিয়া তরীকতের খেলাফত দান করেন

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

(কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩)। খেলাফত নামাটিও “আসরারে আওলিয়া” কিতাবের গ্রন্থকার মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (রহ.) তাঁর গ্রন্থে ২৮৪ ও ২৮৫ পৃষ্ঠার মধ্যখানে সংযোজিত করেছেন। পরবর্তীতে হযরত আযমগড়ি (রহ.) তাঁকে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, করনিয়া ও শাযালিয়া তরীকতের খেলাফত দান করেন। (রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৩) এ সিলসিলার প্রধান কর্ণধার প্রখ্যাত অলী কুতবুল আকতাব আলহাজ্ব হাফেয হামেদ হাসান আলাভি আযমগড়ি (রহ.)-এর খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ সিলসিলার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (রহ.) বলেন,

حضرت اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں یہ ایک حضرت بھی انکے محبوب خلیفہ ہیں۔ حضرت اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خطوط میں جو پیر صاحب قبلہ کے پاس بھیجے گئے ہیں سب میں "اول صاحب" یعنی چھوٹے حضور کا ذکر ہیں۔ انکو سلام اور دعائے دلی سے یاد فرمائے ہیں۔ ۱۳۷۴ھ کو حضرت اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے انکو خلافت ملی ہے، بہت سے لوگ انکے دست پاک پر بیعت ہیں۔

“হযরত আযমগড়ি (রহ.)-এর খলীফাগণের মধ্যে তিনি খুবই প্রিয় খলীফা ছিলেন। হযরত আযমগড়ি (রহ.) যে সব চিঠি হযরত পীর সাহেব (হযরত আব্দুল মজিদ (রহ.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর সবকটিতেই ‘আওয়াল সাহেব’ তথা হযরত ছোট হুজুর (রহ.)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাঁকে সালাম ও আন্তরিক দু’আ জানিয়ে স্বরণ করেন। ১৩৭৪ হিজরী সনে হযরত আযমগড়ি (রহ.)-এর কাছ থেকে তিনি খেলাফত লাভ করেন এবং অসংখ্য মানুষ তাঁর মুবারক হাতে বায়’আত গ্রহণ করেন” (কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩)।

আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান

হযরত হাফেজ হামেদ হাসান আলাভি আযমগড়ি [মৃ. ১৯৫৯] (রহ.)-এর কাছ থেকে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) খেলাফত লাভের পর থেকে তরীকতের শিক্ষাদান শুরু করেন। বিশেষকরে তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাই হযরত শাহ্ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.)-এর ইত্তিকালের পর ব্যাপকভাবে তিনি সফর শুরু করেন এবং মানুষের মাঝে তরীকতের তা’লীম দেন। ফলে অসংখ্য নারী-পুরুষ, আলিম-ওলামা তাঁর হাতে বায়’আত গ্রহণ করে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টির সরল-সঠিক রাস্তার সন্ধান লাভ করেন। তন্মধ্যে যারা তাঁর তা’লীম যথার্থভাবে চর্চা ও অনুশীলন করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, তাদের মধ্যে শতাধিক অনুসারীকে তরীকতের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে খেলাফত দানে ভূষিত করেন (রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১)।

তাঁর রচনাবলি

ক. ছরফুল মুবতাদী

মাদরাসা ছাত্রদের নাহ-ছরফের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকায় তিনি ছাত্রদের এ সমস্যা সমাধানের জন্য ‘ছরফুল মুবতাদী’ নামে একটি কিতাব রচনা করেন। এটি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য শাখা। যা ছরফ বা

শব্দ রূপান্তর বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এতে ‘ছরফ’ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াদি যা আরবী পড়ুয়া ছাত্রদের জানা অপরিহার্য সে সব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এটি ইসলামিয়া লিখো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস চন্দনপুরা চট্টগ্রাম হতে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এটি মাদরাসায় পাঠ্য পুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়।

খ. হিব্বুল বাহর

তিনি সাধারণ মুসলমানদের জন্য দু‘আ, নামায, দুর্রুদ শরীফ ও তরীকায়ে আলীয়া মুহাম্মদিয়ার অযীফাসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দু‘আ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও এতে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর গুণবাচক নামসমূহের পাশাপাশি ঈমানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এটি ইসলামিয়া অফসেট প্রেস চন্দনপুরা চট্টগ্রাম হতে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় (হামেদী, মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, হিব্বুল বাহর, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, পৃ. ১-৪০)।

গ. ক্বাসিদাহ ওয়াসফিয়াহ

এটি তাঁর আরবী ভাষায় রচিত উন্নত মানের একটি বর্ণনামূলক সুদীর্ঘ কবিতা। এতে তিনি ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অন্যতম দিকপাল হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে-সানীসহ বিভিন্ন তরীকতের আওলিয়া-এ-কেরামের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

بتجديد المجدد ألف ثاني	*	طريق لا مثيل ولا بثاني
في الطريقة كالسيول	*	ومن سلك على سنن الرسول
فقد فاز به دينا ومجدا	*	ومن جهد بهذا النور جهدا
فقد لعن من الباري لعنا	*	ومن طعن بهذا النور طعنا
هو قطب العالم قطب ساري	*	مرشدي هو عبد باري
شريف جامع الأوصاف قطبا	*	ولي سيد السادات نسبا
يتابع في الشريعة ألف ثاني	*	مجدد للطريقة في الزمان

* “মুজাদ্দিদে আলফে-সানী (রহ.) কর্তৃক সংস্কারকৃত তরীকার কোনো দৃষ্টান্ত নেই এবং এটি অদ্বিতীয়।

* যে ব্যক্তি প্রিয় রাসূলের (সা.) আদর্শের উপর চলবে, মা‘রিফাতের পথে সে শ্রোতের মতো চলতে থাকবে।

* যে এই ‘আলো’ সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবে, সে দ্বীন ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সফল হবে।

* যে এই ‘আলো’ সম্পর্কে সমালোচনায় ব্যস্ত থাকবে, সে আল্লাহর পক্ষ হতে মারাত্মকভাবে অভিশপ্ত হবে”।

* আমার মুর্শিদ হযরত আযমগড়ীর (রহ.) মুর্শিদ হলেন ইমামুত তরীকত হযরত শাহ সাইয়িদ আব্দুল বারী (রহ.)। যিনি কুতবুল আলম এবং বর্তমানেও বিরাজমান কুত্ব।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

* তিনি অলী আবার বংশ পরম্পরায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাইয়িদ। পাশাপাশি তিনি শরীফ-ভদ্দ ও সকলগুণের অধিকারী একজন কুতব।

* তিনি একজন যুগের তরীকতের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। যিনি শরী‘আত পরিপালনে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর (রহ.) একান্ত অনুসারী” (খতীবী, মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক, একটি আদর্শ জীবন, চট্টগ্রাম: মুহাম্মদী আর্ট প্রেস, ১৯৮৫, পৃ. ৬৫)। এই মূল্যবান কবিতাটি আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এটি তিনি রচনা করেন ১৩৮৫ হিজরী সন মোতাবেক ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। এটি মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস বিরচিত আসরাফুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে চট্টগ্রাম ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস হতে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

ঘ. তালীমাত

এটি একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্বলিত বিষয়াবলির সংকলন। এতে তাঁর পীর হযরত মাওলানা হাফেজ হামেদ হাসান আলাভী (রহ.)-এর নির্দেশিত শিক্ষাসমূহ তথা বিভিন্ন ‘লাতীফাহ ও দায়েরাহ’ এর সবকসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এতে মুজাদ্দিদিয়া, কাদেরিয়া, চিশ্টিয়া, নক্শবন্দিয়া, করনিয়া, শাযালিয়া ইত্যাদি তরীকার অযীফাসমূহ, সবক ও যিকিরের বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। এটি চট্টগ্রাম ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস হতে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৯৩ হিজরী সনে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

ঙ. শজরা শরীফ

এটি তাঁর পীর হযরত হামেদ হাসান আলাভী (রহ.) নামে প্রতিষ্ঠিত সিলসিলায়ে হামেদিয়ার পীর ও খলীফাগণের নামের ধারাবাহিক বর্ণনা সম্বলিত একটি পুস্তিকা। যাতে মুজাদ্দিদিয়া, কাদেরিয়া, চিশ্টিয়া, নক্শবন্দিয়া, শাযালিয়া ও করনিয়া তরীকার পীর-মুর্শিদদের ধারাবাহিক নামের বর্ণনা রয়েছে। যার ধারাবাহিকতা মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেই সাথে তাঁর পীর হযরত আযমগড়ী (রহ.)-এর অমূল্য উপদেশমালা এবং তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ বড় ভাই শাহ্ মাওলানা আব্দুল মজীদ (রহ.)-এর পবিত্র অসিয়তনামা এবং তাঁর অগ্রজ কুতবুল আকতাব হযরত শাহ্ সৈয়দ আব্দুল বারী (রহ.)-এর মূল্যবান অসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে হযরত শাহ্ সৈয়দ আব্দুল বারী (রহ.)-এর মুরীদগণের তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে আরো রয়েছে হামেদিয়া সিলসিলার খলীফাগণ ও তাঁদের তরীকার বর্ণনা। এটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পুস্তিকা। এটি চট্টগ্রাম খাজা ইলেকট্রিক প্রেস থেকে জানুয়ারি ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

চ. আল ইসলাম (সাময়িকী)

এটি একটি ত্রৈমাসিক বাংলা সাময়িকী। যা ‘জম‘ঈয়তে ইত্তিহাদুল উলামা ওয়াল মুসলিমীন’ এর মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। এটি ১৪০২ হিজরিতে (মুহাররম-সফর-রবিউল আউয়াল) ১ম সংখ্যা ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস হতে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এর পেশ কালাম নামে যে ভূমিকা রয়েছে তা তিনি রচনা করেন, যাতে এটি প্রকাশের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর কাব্য প্রতিভা

অন্যান্য বিষয়ের মতো আরবী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়। আরবী ভাষায় বক্তৃতা, পাঠদান ও লেখনীতে ছিলেন তিনি অত্যন্ত পটু। তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাঁর শিক্ষকতার মানকে বর্ধিত করেছিল বহুগুণে। আরবী ভাষা চর্চার প্রতি তিনি ছাত্রদের বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতেন। আরবী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে গারাংগিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসায় ‘বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড’-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব বাকী বিল্লাহ সাহেবের শুভাগমন উপলক্ষে তাঁর রচিত একটি কাব্যিক মানপত্র ও অভিনন্দন বার্তা রচনায়। এতে তিনি কবিতার পোশাকে সজ্জিত করে তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনার মনোভাব তুলে ধরেন। কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি নিম্নরূপ-

* زارت تعدل فوق أفنان وأغصان	أرى الريحان من ورود شم ريحان
* فنور فوق النور بين حفلات وبنیان	وبدر ضاء فينا بل علينا الشمس قد طلعت
* همام ثم همام عظيم القوم ذوشأن	أتانا بغنة ضيف كريم سيد عال
* ورحبنا لمقدمه بجيران وخلان	فقلنا بجملة أهلا وسهلا إذ رأيناه
* فهيم الدين والدنيا بتحقيق وإتقان	هو النحرير علام الزمان الباقي بالله
* فيجتهد لترقية المدارس منذ زمان	رئيس حاذق فهامة في لجنة التعليم
* وفي خطباته الفصحى نراه مثل صهبان	ففي المنقول بحر ثم في المعقول كالديم

* “আমি তো দেখতে পাচ্ছি এমন কুসুমবাগ- যা এমন মনোমুগ্ধকর সুস্রাণ মাখা গোলাপসমূহের- যেগুলো অনেক গাছ-গাছালি, ডাল-পালা অতিক্রম করে আমাদের পানে এসেছে।

* এক আলো প্রকাশিত আমাদের মধ্যে, রবং আমাদের মাঝে উদিত হয়েছে সূর্য। সুতরাং আমাদের মাহফিলে, দালান-কোঠা সর্বত্র আলো-ই-আলো।

* হঠাৎ আমাদের কাছে এলেন এক মহান নেতা, প্রিয় মেহমান যিনি সাহসিকতার প্রতীক, বীর ও জাতির এক মহান পথ নির্দেশক।

* যখনই আমরা তাঁকে দেখলাম তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ‘আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান’ বলে বরণ করে নিলাম। বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের নিয়ে শুভেচ্ছা জানালাম তাঁর শুভাগমনে।

* তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ আলিম, যাঁর নাম হযরত মাওলানা বাকী বিল্লাহ। তিনি দ্বীন ও দুনিয়ার একজন মহাচিন্তাবিদ।

* তিনি শিক্ষাবোর্ডের একজন বিচক্ষণ চেয়ারম্যান। মাদরাসা শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

* হাদীস শাস্ত্রে তিনি এক সমুদ্র। যুক্তিবিদ্যাও তিনি অবিরাম বর্ষণের ন্যায়। তিনি তাঁর মূল্যবান ভাষণে ছাহবান ইবনু ওয়ায়েলের সদৃশ” (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫০-৫২)।

ইত্তিকাল

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) পরিণত বয়সে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর ১৪১৫ হিজরির ২৯ জুমাদাল-উলা জুমাবার সকাল ৭ ঘটিকার সময় গারাংগিয়াস্থ নিজ বাড়িতে ইত্তিকাল করেন। দীর্ঘদিন উঠা-বসা করতে না পারলেও ইত্তিকালের সময় সজোরে ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে উঠে বসার চেষ্টা করেন এবং আবার উচ্চ স্বরে ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে শোয়ে পড়েন। অতঃপর উচ্চ স্বরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০১)। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে ঐ দিন আসরের পর তাঁর জানাযার নামাজ শেষে গারাংগিয়া মাদরাসা মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে হযরত শাহ্ মাওলানা আব্দুল মজীদ (রহ.)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয় (প্রাণ্ডক্ত)।

তাঁর চিন্তাধারা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ছিলেন একজন প্রতিভাধর যুগ সচেতন আলিমে দ্বীন ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত কামিল অলী। তাঁর পুরো জীবন ছিল মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহের আলোতে উদ্ভাসিত। তিনি দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দেয়ার মানসে সর্বদা ব্যস্ত সময় পার করতেন। মাদরাসায় ছাত্রদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে এবং খানেকায় মুরীদদেরকে বাতিনী শিক্ষাদানে মশগুল থাকতেন। পাশাপাশি দেশ ও জাতির বিভিন্ন সমস্যা ও যুগের বিভিন্ন ফিতনা মোকাবিলা ও তার সুন্দর সমাধানের চিন্তায় গভীর নিমগ্ন থাকতেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে যুগ সমস্যার সমাধান বের করার আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে তিনি একজন সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। সাধারণ মানুষ, ছাত্র-শিক্ষক ও তরীকত অনুসারীদের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, কাসীদাহ্ রচনা ও প্রকাশ করে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসীহত ও রচনাবলিতে যে চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে আমরা নিম্নে তা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

১. ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব

তিনি তাঁর পুরো জীবদ্দশায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করেছেন। তিনি নিজের আদর্শের উপর অবিচল থেকে ভিন্ন মতাদর্শের ধর্মীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পরস্পর সু-সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ইসলামের সু-মহান আদর্শ ও সৌন্দর্যকে ধারণ করে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, উগ্রতা ও অনৈক্যের সুর ও স্লোগান ভুলে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব রক্ষায় সকল আদর্শের আলিমদেরকে এক মঞ্চে সমবেত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশ ও জাতিকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে দলাদলি ও মতানৈক্যই বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তিনি ইসলামের বৃহৎ স্বার্থে হকপন্থী বিভিন্ন ঘরনার শীর্ষ স্থানীয় আলিমদের নিয়ে উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩৯)।

২. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী একজন বুয়ুর্গ। তিনি পরিচিত অপরিচিত সকলের প্রতি সমানভাবে সদাচরণ করতেন। তিনি দুস্থ অসহায় মানুষের কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন। অসুস্থদের জন্য করেছেন চিকিৎসার ব্যবস্থা। তিনি নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে যেরূপ আচরণ করতেন, তেমনি সাধারণ মানুষের প্রতিও সদয় থাকতেন সবসময়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে তিনি রাসূলের (সা.) আদর্শের বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাই তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন।

৩. সমাজ সেবা

মানুষ সামাজিক জীব। ধনী-গরীব, বড়-ছোট, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সমাজের একটি অংশ। এতে কোনো শ্রেণিকে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। সকলের সুখম উন্নয়নে সভ্য ও আদর্শবান সমাজের যাত্রা সূচিত হয়। তিনি অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করা একান্ত অপরিহার্য- এ চিন্তাধারা পোষণ করতেন। তাই তিনি সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন (রহমান, ৩৩)। এ ছাড়াও তিনি এলাকায় টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পুকুর খনন, রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, জনগণের জন্য বাজার স্থাপন ইত্যাদি কাজ করে সামাজিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে পীর, সমাজসেবক ও সংস্কারক। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে সমাজ সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন (প্রাণ্ডক্ত, ৩৪-৩৫)।

৪. চিকিৎসা সেবা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) মানুষের নফসের যেরূপ ডাক্তার ছিলেন তেমনি তিনি মানুষের দেহেরও ডাক্তার ছিলেন। সাধারণত মানুষ রোগাক্রান্ত হলে তার মন বিনম্র হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কারো সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাই তিনি মানুষকে আল্লাহও রাসূলমুখী (সা.) করার অভিপ্রায়ে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি তাঁর অধীত ইউনানী চিকিৎসা ও কুরআনী চিকিৎসা দিয়ে রোগাক্রান্ত ও জিনগ্রস্থ অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য লাভে সাহায্য করতেন। এমনকি প্রচলিত ডাক্তারি চিকিৎসা থেকে নিরাশ হওয়া অসংখ্য লোককে কুরআনি চিকিৎসা সেবা দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ সুস্থতার জীবন উপভোগের সু-ব্যবস্থা করেন। ফলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মসজিদ, মাদরাসা, এতীমখানায় তাদের দানের হস্ত সম্প্রসারিত করেছে (টৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *গারাংগিয়া ছোট হুজুর (রহ.)'র জীবন ও অবদান*, চট্টগ্রাম: বন্ধন কম্পিউটার এ প্রিন্টার্স, ৪ নভেম্বর, ২০০৪, ১১)।

৫. ইখলাসের অপরিহার্যতা

তিনি তাঁর আলোচনা ও ওয়াজের সময় মানবজীবনে ইখলাসের অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরতেন। ইখলাস তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন এই নীতি সর্বদা অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। ইখলাস ব্যতীত সকল আমল নিষ্ফল বা অন্তঃসারশূন্য হওয়ার মত ব্যক্ত করতেন (রহমান, ৫৫)।

৬. আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখা

তিনি সর্বদা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। মৌখিক কিংবা কলবী যিকির অথবা আমলী যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করার জন্য তিনি মাওলানা রুমির কবিতা উদ্ধৃত করে বলতেন, “হে মানুষ! আমি তোমাকে এ কথা বলছি না যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি পার্থিব জীবন ত্যাগ কর। বরং আমি তোমাকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, তুমি দুনিয়ার যে কাজেই ব্যস্ত থাক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে তুমি আল্লাহ তা‘আলার সাথে থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেও না, বরং তাঁকে সর্বদাই স্মরণ রাখ। তাহলে তোমার উভয় কুলই রক্ষা হবে” (প্রাগুক্ত)।

৭. সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুশীলন

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করাই হলো ইসলাম। তাই তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহ.)-এর ন্যায় তিনিও একমাত্র সুন্নাতকেই তরীকত বলে বিশ্বাস করতেন। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আহার ও নিদ্রাসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি সুন্নাতের পরিপালন করতেন। সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করে তিনি তাঁর সংশ্লিষ্ট সকলকে রাসূলের (সা.) অনুপম আদর্শের প্রতি উৎসাহিত করতেন (শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী, খ. ৪, ৪৬)।

৮. শিরক পরিহার

ইসলামের ভিত্তি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর সাথে শরীক করাই শিরক হিসেবে গণ্য। এরূপ শিরক তাওহীদের বিশ্বাসে ত্রুটি সৃষ্টি করে বিধায় তিনি সর্বপ্রকার শিরককে পরিহার করে আল্লাহর একত্ববাদকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিতেন। শিরকের সাথে দূরতম সম্পর্ক রাখে এ জাতীয় উপকরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন (সিদ্দীকী হামেদী, মাওলানা আব্দুর রশীদ, *হিব্বুল বাহর*, প্রাগুক্ত)।

৯. বিদ‘আত বর্জন

রাসূল (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের বিপরীত নব সৃষ্ট আমল বিদ‘আত হিসেবে গণ্য। দ্বীনের মধ্যে এসব বিদ‘আতের পরিণাম ভয়াবহ বিধায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ন্যায় সর্ব প্রকার বিদ‘আতকে তিনি পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য পীরের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি সর্বাঙ্গিকভাবে বিদ‘আতকে পরিত্যাগ করার মানসিকতা পোষণ করতেন। যেমন তাঁর খেলাফত নামায় রয়েছে- *از بدعت و رسوم صوفیه بچو عرس*

“বিদ’আত, সূফীদের রেওয়াজ যথা ওরস ও সেমা ইত্যাদি অবশ্যই পরিতাজ্য” (কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬)।

১০. বিনয় ও নম্রতা

তিনি প্রায় সময় বিনয় ও নম্রতার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। মাওলানা শেখ সাদীর কবিতা আবৃত্তি করে তিনি বিনয়ের উচ্চ প্রশংসা ও ফলাফল তুলে ধরতেন। তিনি বলতেন- মানুষের বদ অভ্যাস ও অসৎ চরিত্রের মধ্যে অহংকারই সর্বাপেক্ষা কু-অভ্যাস। এই অহংকার বিনয় ও নম্রতার বিপরীত। অহংকারের কারণেই শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিরামভাবে তার উপর লানত বর্ষিত হবে। সুতরাং অহংকারকে পরিত্যাগ করে বিনয়ী ও নম্র স্বভাব গড়ে তোলতে হবে (রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯)।

১১. নামাযের গুরুত্ব

তিনি তাঁর ওয়াজে প্রায়শ নামায কায়ম করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে বলতেন, যেসব মানুষ নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করে না এবং সময়মত নামায পড়ে না কিংবা নামায কাজা করে ফেলে, তাদের সাবধান হয়ে যাওয়া জরুরি। কারণ নামায আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক এমন এক ফরয, যার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে (প্রাগুক্ত)।

১২. আল্লাহর ইবাদত করা

মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত অশেষ নিয়ামত ও রহমতের কথা উল্লেখ করে তিনি আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতেন। প্রখ্যাত ফার্সী কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির কবিতা উদ্ধৃত করে তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর আলোচনাকে মনোমুগ্ধকর করে তুলতেন। তিনি রুমির কবিতা বলতেন,

ما نود بيم وتقاضا مان نبود ☆ لطف تو تا مفتحه مای شنود

অর্থাৎ “মানবজাতির সৃষ্টির পূর্বে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আমাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। হে রাব্বুল আলামীন! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণ করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (রহমান, ৬০)।

১৩. মাতাপিতার সেবা করা

তিনি মাতাপিতার সেবা করার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তাঁর মূল্যবান চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটান। তিনি কুরআন মজীদে আয়াত-إِنَّمَا بِرُّكَانُ الْإِنْسَانِ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا- “আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছি”। (আল কুরআন, সূরা আহকাফ, আয়াত: ১৫) এটি উদ্ধৃত করে সাথে হাদীস এবং ঈসা (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর আলোচনাকে আরো প্রাণবন্ত করতেন। এভাবে তিনি শ্রোতাদেরকে মাতাপিতার সেবার প্রতি আকৃষ্ট করতেন (রহমান, ৬২-৬৩)।

১৪. শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বিশেষ আমল

স্বল্প সময়ের এ জীবনকে মূল্যবান করার জন্যে বিশেষ বিশেষ সময় ও দিনে আল্লাহর ইবাদতে নিজকে নিয়োজিত রাখার গুরুত্ব দিতেন। বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকে ইতিকাক্ষের মাধ্যমে লাইলাতুল ক্বদর রাত্রির ফযিলত হাসিল করার চিন্তা পোষণ করতেন। তাই তিনি অনুসারীদেরকে ইতিকাক্ষের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন (প্রাণ্ডক্ত, ৬৪)। এ লাইলাতুল ক্বদর অসামান্য ও অকল্পনীয় উন্নতির রাজতোরণ উন্মুক্ত করে দেয় মানুষের সম্মুখে। ফলে সে সার্বিক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে নিঃসন্দেহে।

১৫. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পোষণ

তিনি প্রত্যেককে আল্লাহর অসীম ও অসংখ্য শোকরিয়া আদায় করার তাকিদ দিতেন। নিজের চেয়ে নিচু শ্রেণির প্রতি লক্ষ্য করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পোষণই নিয়ামত বৃদ্ধির এক বিশেষ নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি কুরআন মজীদে আয়াত- **لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ** “যদি তোমরা আমার শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা পোষণ কর, তবে আমি তোমাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেবো। আর যদি অকৃতজ্ঞতা পোষণ কর, তা হলে জেনে রাখো, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন” (আল কুরআন, সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ৭)। এর বাস্তব আমল নিজের মুরীদের জীবনে প্রতিফলনের চেষ্টা করতেন (রহমান, ৬৬)।

১৬. মতবিরোধ এড়িয়ে যাওয়া

ইখতিলাফ বা মতবিরোধ ঐক্য বিনষ্ট করে শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। তাই তিনি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে মতবিরোধ এড়িয়ে চলার নীতি পোষণ করতেন। তিনি বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে যাবতীয় ঝগড়া বিবাদ ও বিতর্কিত বিষয়ে ইখতিলাফ পরিহার করে মানুষকে ইসলামের বিশাল ও ব্যাপক চিন্তা-দর্শনের প্রতি দাওয়াত প্রদান করতেন। কুরআন মজীদে আয়াত- **أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمُعَظَّةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** “(হে নবী!) আপনি আল্লাহর পথে আহ্বান করুন সুন্দর নসীহত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং সুন্দর পন্থায় তাদের বিবাদের উত্তর দিন” (আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫)-এর আলোকে যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন (রহমান, ৬৬)।

১৭. ঈমান-আমল ও দ্বীনই মুক্তির পাথর

তিনি সমগ্র জীবনে যে চিন্তাধারা পোষণ করতেন, তা হলো মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্যে ঈমান-আমল ও দ্বীনের যথার্থ অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য। এর বিকল্প কোনো কিছুই নেই। তাই তিনি তাঁর অন্তিম অবস্থায় নিজ সন্তানদের ডেকে নসীহত করে বলেছেন, “তোমরা দ্বীন, ঈমান এবং আমলের উপর সুদৃঢ় থেকো। দুনিয়াদার মানুষের মতো জায়গা-জমি ও ধন-সম্পদ অর্জনের দিকে নজর দিও না। ঈমান-আমল ব্যতীত ধন-সম্পদ বা ইমারত কাল কিয়ামতের বিচারে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না” (প্রাণ্ডক্ত, ৬৬-৬৭)।

১৮. সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন

তিনি অতি উঁচু স্তরের একজন আল্লাহর অলী হওয়া সত্ত্বেও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অতিমাত্রিক অবস্থার আশ্রয় নেননি। যেরূপ খুবই সাদা-সিধে অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করেছেন ইহকালীন জীবনে ঠিক তেমনি পরকালীন জীবনেও যাতে কোনো ধরনের বিশেষত্বের আমেজ পরিলক্ষিত না হয় সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। তাই তিনি ইতিকালের পর কবরকে কোনো ধরনের পাকাকরণ, চুনকামকরণ কিংবা কবরের উপর ঘর তৈরি করে মাজার বানানো থেকে বিরত থাকার জন্যে নিজ সন্তানদের ও অনুসারীদের প্রতি অসিয়ত করে গেছেন বিশেষভাবে। কবর আকাশের দিকে খোলা রাখার প্রতি জোর তাকিদ দিয়েছেন তিনি (প্রাণ্ডক্ত, ৬৭)।

১৯. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

তিনি চিন্তা পোষণ করতেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান বর্তমান রয়েছে। এ বিধানের অনুসরণ ও বাস্তবায়নই ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। ধর্মীয় আচার-আচরণে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গভির মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজনে ইসলামের অনুসরণ অপরিহার্য। জীবন জিজ্ঞাসার সকল সমাধান ইসলামে রয়েছে। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবনে ইসলাম বাস্তবায়নের নিমিত্তে সমাজবিদ, রাজনীতিবিদ, শাসন কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা, অফিসার ইত্যাদি সবাইকে ইসলামী অনুশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানাতেন (আল ইসলাম, জম'ঈয়তে ইত্তিহাদুল ওলামা ওয়াল মুসলিমীন, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, পৃ. ৫)।

২০. উগ্রপন্থা পরিহার

স্পেন-কর্ডোভাসহ ইসলাম অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশ ও এলাকা থেকে ইসলাম বিলুপ্তির জন্য উগ্রপন্থী আলিমদের উগ্র চিন্তাধারা ও তাদের অপতৎপরতা বেশি দায়ী বলে তিনি মনে করেন। সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে ইসলামের শান্তির বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা বাস্তবতার দাবি। কাল-স্থান-পাত্রভেদে ইসলামের বিধানগত বিষয়ের বাস্তবায়নে তারতম্য ঘটে। মহানবী (সা.) ইসলাম প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক কার্যক্রমে এ নীতির অনুসরণে ব্যতিক্রম করেননি। তিনি এরশাদ করেছেন, *هَلِكُ الْمُشْتَطَعُونَ* “অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে” (আল কুশায়রী আন নিসাপুরী, আবুল হোসাইন, মুসলিম, আস-সহীহ, কায়রো: দারু ইবনি হাযম, ১ম সংস্করণ-১৪২৯ হি. পৃ. ৭৫১) ফলে ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে মানুষের জীবনে। মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ছোট খাটো ও ক্ষুদ্র বিষয়কে বাদ দিয়ে মৌলিক ও ভিত্তিমূলক বিষয়াবলির যথার্থ বাস্তবায়নে সব ধরনের উগ্রতা, একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করে উদার নীতির অনুসরণ করতেন (আল ইসলাম, প্রাণ্ডক্ত, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪)।

২১. যুগসচেতন ও বাস্তববাদী

তিনি দেশ-জাতি, মাযহাব ও মিল্লাতের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশ্বের সাম্প্রতিক কালে যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। বিংশ শতাব্দির যে-সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছিল বিশ্বকে তন্মধ্যে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ ছিল অন্যতম। এ সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তিনি জনগণকে

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসিকতা ও চিন্তাধারা পোষণ করতেন। তাই তিনি দেশ-জাতির কল্যাণে সর্বস্তরের মানুষের উপকারার্থে দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েমের বিষয়ে জোর তাকিদ দিয়েছেন। ফলে বহুসংখ্যক দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁর হাতে গোড়াপত্তন ঘটেছে দেশব্যাপী (প্রাণ্ডক্ত, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৫)।

২২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

তিনি ছিলেন কুরআন-সুন্নাহ'র আদেশ পালনের মূর্ত প্রতীক। মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামের ফরয কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম। কুরআন মজীদে আয়াত-كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ “তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে সৃজন করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে”। (আল কুরআন, সূরা আ-লু-ইমরান, আয়াত: ১১০) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত, যারা (মানুষকে) আহ্বান করবে কল্যাণের প্রতি, সৎ কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে”। (আল কুরআন, সূরা আ-লু ইমরান, আয়াত: ১০৪) মহানবির (সা.) বাণী-“مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ-” “তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় ও গর্হিত কাজ দেখলে তা যেন হাত দ্বারা প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হলে মুখের শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে। আর যদি সে ক্ষমতাও না থাকে, অন্তর দ্বারা করবে। এটাই হলো ঈমানের সর্বনিম্ন পর্যায়” (কুশায়রী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯)। এর আলোকে তিনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে অতীব গুরুত্ব দিতেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কিছু লোক সাতকানিয়া কলেজের মাঠে নাচ, গান, জুয়ার আসরসহ শরী'আ বিরোধী কাজের আয়োজন করলে তিনি সংবাদ পেয়ে দশ সহস্রাধিক মানুষ সাথে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং তা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৯)।

২৩. নারী শিক্ষার গুরুত্ব

জ্ঞানার্জন ইসলামে অপরিহার্য কার্যাবলির অন্যতম। এতে পুরুষের সাথে সাথে নারীও সমানভাবে আদিষ্ট। পুরুষদের জন্য ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও নারীদের জন্য ছিল বরাবরই অনুপস্থিত। তিনি সর্বপ্রথম পৃথকভাবে পর্দাসহকারে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গারাংগিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসায় শিফটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্বিতীয় শিফটে ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তাঁর নিজের ক্রয়কৃত জমি দান করে গারাংগিয়া মাদরাসা সংলগ্ন ‘রব্বানী মহিলা মাদরাসা’ নামে স্বতন্ত্র মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজ ফাযিল (ডিগ্রি) শ্রেণিতে উন্নীত। এটি ছিল সে সময়ের নারীদের ইসলামী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭)।

২৪. দান-সদকায় উৎসাহ দান

তিনি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের প্রায় সময় দান-সদকার বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, الصدقة ترد البلاء “সাদকা বা দান মুসিবত দূর করে এবং হায়াত বৃদ্ধি করে”। বিভিন্ন রোগগ্রস্ত মানুষকে ছাগল বা

যে-কোনো সদকা দিতে নির্দেশ দিতেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর হাদীস- *داووا مرضاكم بالصدقة* “তোমরা সদকার দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা কর” এর বাস্তব শিক্ষা দিয়ে মানুষকে নবীর (সা.) সুনাতের পথে পরিচালিত করতেন (আলবানী, নাসিরুদ্দীন, *সহীহু তাবগীব*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১ম সংস্করণ-১৪২১ হি. পৃ. ৪৫৮)।

২৫. এতিমদের মানব সম্পদে রূপান্তর

এতীম অসহায় মানুষ বিশ্ব মানব সভ্যতার একটি অংশ। তাদের যথার্থভাবে গড়ে তুলতে পারলে তারাও দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা পরিণত হবে মানব সম্পদে। তাই তাদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান বিষয়ে নবী (সা.) এরশাদ করেছেন- *أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى*, “আমি এবং এতীম তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এ কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় একত্রিত করে দেখান” (কুশায়রী, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৮৩৫)। তাই তিনি এতীম ছেলেদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য পৃথক এতীমখানা প্রতিষ্ঠা করে মানবতার এক পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (রহমান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৯৮)।

২৬. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিন্তা

দেশ ও জাতির অভিভাবক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর জনগণের চিন্তা-চেতনা ও শান্তি নির্ভর করে। মুজাদ্দিদে আলফে-সানী (রহ.) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী বিধি-বিধান প্রচলনের যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তারই ধারাবাহিকতায় মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদীও (রহ.) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন ও বিধান প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্বারোপ করতেন (*প্রাণ্ডক্ত*)।

২৭. শরী‘আত ও তরীকতের সমন্বয় সাধন

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পবিত্র কুরআন ও রাসূলের (সা.) প্রতিষ্ঠিত সুনাত বা হাদীস সমগ্র ইসলামের মৌলিক বিধান হিসেবে স্বীকৃত। এর প্রায়োগিক তত্ত্বের বিশ্লেষণে শরী‘আত ও তরীকত অভিধায় বিভূষিত করেছেন ওলামা ও সূফীগণ। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) ওলামা ও সূফীদের মাঝে বিভাজন বিদূরিত করে অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করে তাসাওউফের যে নব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন, তিনিও আলিম ও সূফীদের সমন্বয়ের জন্য “আনজুমানে তাবলীগে শরী‘আত ও তরীকত” গঠন করে তাসাওউফকে সুনাতী ধারায় চর্চার সুব্যবস্থা করেছেন। সব ধরনের বিদ‘আত, ওরস, সেমা ইত্যাদি সুনাত বিরোধী কার্যক্রম বন্ধ করার পথ প্রশস্ত করেছেন (*প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৩৮)।

২৮. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সংগঠন

আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে সামষ্টিক পর্যায়ে ইসলামী আইন-কানুন প্রচলন প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইবাদতের ন্যায় অপরিহার্য। ব্যক্তির ইচ্ছা ও উদ্যোগে ব্যক্তিগত ইবাদত সম্পন্ন হলেও সামষ্টিক ইবাদতে তা সম্ভবপর নয়। সামষ্টিক ইবাদতের জন্য সামষ্টিক ইচ্ছা ও উদ্যোগ একান্ত অপরিহার্য। ইসলামী আইন ও বিধানকে সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার জন্য সাংগঠনিক শক্তি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর ইবাদত কায়েমের জন্য ইসলামী সংগঠনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারই ধারাবাহিকতায় দেশে বসবাসরত মুসলমান ও আলিমদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “জম’ঈয়েতে ইন্ডিহাদুল উলামা ওয়াল মুসলিমীন” নামে। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি আজীবন দায়িত্ব পালন করেন (প্রাণ্ডুজ, পৃ. ১৩৯)।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ছিলেন কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জনকারী একজন আল্লাহর প্রিয়ভাজন আলোকিত ব্যক্তিত্ব। যার সমগ্র জীবন ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সূনাতের আলোকে উদ্ভাসিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে তিনি অতি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতেন। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। ফলে তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, শিক্ষা বিস্তারকারী মনীষী, ইয়াতীম ও অসহায়দের আশ্রয়স্থল ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে দেশ ও জাতির কাছে পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর অসামান্য অবদান দেশ-সমাজ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা, কর্মতৎপরতা, সৎ ও চরিত্রবান জাতি গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশ উন্নয়নের জন্য আলোকিত মানুষের অভাব পূরণ করবে নিঃসন্দেহে। তাঁর সমুজ্জ্বল জীবন ও চিন্তাধারা ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিবেচিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাকারী প্রতিটি মু’মিন-মুসলিমের নিকট। একবিংশ শতাব্দির ঝঞ্ঝা-বিক্ষুদ্ধ অশান্ত এ বিশ্বে তাঁর যুগোপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারার সঠিক বাস্তবায়নে মানুষ পাবে জ্বলুম ও শোষণমুক্ত সমাজ এবং শান্তি-সমীরণের আলোক বন্যায় উদ্ভাসিত এক নব পৃথিবী। যা হবে সৎ ও নেককার সালেহীনের আবাসভূমি। ফলে প্রায়োগিক পদ্ধতিতে বাস্তব জীবনে প্রতিধ্বনিত হবে আল্লাহর এ বাণী-*الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ* “নিশ্চয় আমার সৎ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে” (আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৫)।

সূত্র নির্দেশ

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. আল বুখারী, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, *আস সাহীহ*, কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ।
৩. আল কুশায়রী আন্ নিসাপুরী, আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, কায়রো: দার ইবনে হাম্মাম, ১ম সংস্করণ-১৪২৯ হিজরী।
৪. আলবানী, নাসিরুদ্দীন, *সহীহত তারগীব*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা’আরিফ, ১ম সংস্করণ-১৪২১ হিজরী।
৫. সিরহিন্দী, শেখ আহমদ ফারুকী, *মাকতুবাত শরীফ*, অনু: শাহমুহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী, ঢাকা।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

৬. সিদ্দীক, ড. আ.ফ. ম আবু বকর, *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)*, ফরিদপুর: ইসলামী রিসার্চ এন্ড কালচার প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।
৭. রহমান, ড. মুহাম্মদ বদিউর, *মুজাদ্দিদে জামান ইমামুত তরীকত হযরত শাহ মাওলানা আব্দুর রশিদ ছিদ্দিকী হামেদী (রহ.) জীবনী ও চিন্তাধারা*, চট্টগ্রাম: মনোরমা আর্ট প্রেস ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।
৮. চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *গারাংগিয়া ছোট হুজুর (রহ.)'র জীবন ও অবদান*, চট্টগ্রাম: বন্ধন কম্পিউটার এ প্রিন্টার্স, ৪ নভেম্বর, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ।
৯. চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *কুতবুল আলম সুলতানুল আওলিয়া হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.)*, চট্টগ্রাম: জাহানারা কালার প্রিন্টার্স ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ।
১০. কুদ্দুস, মুহাম্মদ আব্দুল, *আসরারে আওলিয়া*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস ১৩৯৭ হিজরী।
১১. খতীবী, মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক, *একটি আদর্শ জীবন*, চট্টগ্রাম: মোহাম্মদী আর্ট প্রেস, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।
১২. হামেদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, *কিতাবুস সরফ*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৩. হামেদী, মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *হিব্বুল বাহর*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, ৯৭ চন্দনপুরা।
১৪. হামেদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, *শাজরা শরীফ*, চট্টগ্রাম: খাজা, ইলেকট্রিক প্রেস, চন্দনপুরা, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
১৫. হামেদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, *কাসীদায়ে ওয়াসফিয়া*, চট্টগ্রাম: ইসলামী লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
১৬. মহিউদ্দীন, এ. কে. এম. *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।
১৭. হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা: আদিল ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।
১৮. করিম, আব্দুল, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
১৯. চৌধুরী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন, *আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম*, ঢাকা: ই.ফা.বা ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।
২০. আল ইসলাম (১ম-১৩ তম সংখ্যা), *জমঈয়েতে ইত্তেহাদুল উলামা ওয়াল মুসলিমীন*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৪০২ হিজরী।
২১. Haykal, Muhammad Husayn, *The Life of Muhammad*, New Delhi-110002: Farid Exports, 1st Edition-2012.